এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

মূল
দাউদ গজনভী

রূপান্তর
মাহজাবিন খান

সম্পাদনা
আহমদ মুসা

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

এফবিআই'স মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান

আফিয়া সিদ্দিকী

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২১
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Aafia Siddiqui: FBI's Most Wanted Women by Dawood Ghazanavi, Transformed by Mahzabin Khan, Edited by Ahmod Musa
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN: 978-984-95187-2-3

একজন উচ্চশিক্ষিত পাকিস্তানি নারী এবং তিন সন্তানের জননী, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে যার প্রতিমুহূর্ত কেটেছে অসহ্য যন্ত্রণায়। এই বইটি সেই নারীর হৃদয়বিদারক উপাখ্যান। আফিয়ার মামলা তদন্তের মাধ্যমে জন্ম নেয় কিছু প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন ছিল মামলার বিচার ও প্রমাণকে ঘিরে।

আমি, সিনেটের মানবাধিকার সম্পর্কিত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে ৭ জুলাই ২০০৮ সালে ইভন রিডলি ও পিটিআই চেয়ারম্যান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলন পর্যবেক্ষণ করেছি।

ফরেন অফিস কর্তৃপক্ষ ও নিউইয়র্কে দূতাবাসের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর অবশেষে আমরা কয়েদী নম্বর ৬৫০ ড. আফিয়া সিদ্দিকী সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি। টেক্সাস ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টার (এফএমসি)'তে ৬ই অক্টোবর, ২০০৮ সালে সিনেটরদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে গিয়ে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি আমি।

এফএমসিতে আমি একজন দুর্বল, জড়োসড়ো নারীকে দেখতে পেলাম। ড. আফিয়া আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। তার উত্তর দেয়ার ভঙ্গি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং ধীরস্থির। ড. আফিয়া আমাদেরকে জানালেন, বাগরাম কারাগারে আফগান প্রহরী এবং পরবর্তীতে বিদেশিদের দ্বারা তার উপর নির্যাতনের কথা। তার মূল অভিযোগ ছিল 'স্ট্রিপ সার্চ' বিষয়ে অর্থাৎ বিবস্ত্র করে তল্লাশী। তার সেল থেকে বেরিয়ে আসা বা সেলে ফিরে যাবার সময় প্রতিবার এই স্ট্রিপ সার্চের মুখোমুখি হতে হতো তাকে।

কয়েদী নম্বর ৬৫০ এই মোস্ট ওয়ান্টেড নারীকে ঘিরে ব্যক্তিগত এবং আইনি রহস্য উন্মোচন করেছেন দাউদ গজনভী।

আদালতে বিচার কার্যক্রম এবং সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে মিস্টার গজনভী চেষ্টা করেছেন পাঠকদের সেই যন্ত্রণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যে যন্ত্রণার থাবায় প্রতিমুহূর্তে জর্জরিত হয়েছেন ড. আফিয়া সিদ্দিকী।

সিনেটর ড. এস এম জাফর

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর শিক্ষাজীবন (১৯৯১-২০০২) ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়
২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত কোথায় নিখোঁজ ছিলেন ড. আফিয়া? ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
২০০৩-২০০৮ সাল: ড. আফিয়া কী গোপন কারাগারে ছিলেন? ২১

চতুর্থ অধ্যায়
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলা বনাম আফিয়া সিদ্দিকীর সাক্ষ্য ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়
ড. আফিয়া কী M4 রাইফেল দিয়ে গুলি করেছিলেন? ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ড. আফিয়ার মানসিক উপযুক্ততা ৯৪

সপ্তম অধ্যায়
ড. আফিয়া ও ডিফেন্স অ্যাটর্নিগণ ১২৪

অষ্টম অধ্যায়
রায়, সাজা ও ড. আফিয়া ১৪৪

নবম অধ্যায়

রায় প্রত্যাখ্যান ও আদালতকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য ধারা ২২৫৫ প্রস্তাব....১৫৭

দশম অধ্যায়

আফিয়ার মামলা এখন কোন দিকে মোড় নিবে?.....১৬৪

ভূমিকা

২০১৮ সালে থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কাতে আটক থাকা পাকিস্তানিদের মৌলিক অধিকার এবং তাদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের জন্য লড়াই করছিলাম ইসলামাবাদ হাইকোর্ট এবং পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে। সেই সময়টায় এফবিআই এর মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতক নারী ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা আমার নজরে আসে।

২০০৩ সালে তার তিন সন্তানের সাথে পাকিস্তান থেকে নিখোঁজ হন ড. আফিয়া সিদ্দিকী। ২০০৮ সালে আফগানিস্তানের গজনীতে আমেরিকান কর্মকর্তাদের হত্যা চেষ্টার অভিযোগে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে তার বিচার কাজ শুরু হয়। ৮৬ বছর সাজা দেয়া হয় আফিয়াকে। বর্তমানে তিনি টেক্সাসে ফোর্ট ওয়ার্থের কার্সওয়েলে ফেডারেল মেডিক্যাল সেন্টারে কারারুদ্ধ আছেন।

জীবন এবং স্বাধীনতার মতো মৌলিক অধিকার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক অনুধাবন করতে আমার আগ্রহ থাকায় ড. আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলল। আফিয়া সিদ্দিকীর মামলা যেন আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে।

আমি ড. আফিয়া সিদ্দিকীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছি। এফএমসি, কার্সওয়েলে বন্দি অবস্থায় তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করেছি।

ড. ফাওজিয়া সিদ্দিকী (ড. আফিয়ার বোন) আমার আইনি সহায়তার আওতায় পাকিস্তান সংবিধানের ১৮৪(৩) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে।

পাকিস্তান সরকার তার নাগরিকদের, বিশেষ করে ড. আফিয়াকে সহায়তা করার জন্য এতে আবেদন জানানো হয়। আফিয়া অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বন্দি ছিলেন বিদেশি কারাগারে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকী, যিনি এমআইটি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন এবং নিউরোসাইন্সে পিএইচডি করেছেন ব্র্যান্ডিজ থেকে। তার মামলা ছিল

অত্যন্ত জটিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল জন অ্যাশক্রফ্ট মোস্ট ওয়ান্টেড সাতজন পলাতক আল-কায়েদা সদস্যের মধ্যে তার নাম তালিকাভুক্ত করার পর থেকেই আফিয়াকে "লেডি আল-কায়েদা" এবং "আল-কায়েদার মাতা হরি" সহ বেশকিছু ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছে।

তাকে আল-কায়েদার একজন কর্মী এবং সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে তার শিক্ষাদীক্ষাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। অনেক কাউন্টার টেরোরিজম সার্কেল তাকে ৯/১১ এর মূল হোতা খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথে সম্পৃক্ত দাবি করেছে। এছাড়া তারা বিশ্বাস করে ওসামা বিন লাদেনের পক্ষ থেকে হামলার পরিকল্পনা করেছেন তিনি।

তবে, অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য উৎস এসব অভিযোগ খণ্ডন করেছে। এই 'পক্ষে ও বিপক্ষে' মতামত এই নারীকে করে তুলেছে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে রহস্যময় এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বজুড়ে অনেক অনুসন্ধানী ব্যক্তিদের মতো আমার মনেও অনেক প্রশ্ন ছিল।

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে আফিয়ার বিরুদ্ধে মামলায় কী ছিল? ২০০৩-২০০৮ সালে নিঁখোজ থাকার সময় তাকে কি আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপন কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল? তার অ্যাটর্নিদের কঠোর অবস্থানের পরেও কেনো তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন? তিনি কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারের মুখোমুখি হওয়ার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত ছিলেন? আল-কায়েদা বা অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে আফিয়ার সম্পৃক্ততা কি প্রমাণিত হয়েছে? আফিয়াকে কি আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইয়ের অনুমতি ছাড়াই আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল? আমেরিকায় তৎকালীন পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত হুসেইন হক্কানী কি বিচারকের চেম্বারে বিচারকার্য চলাকালে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন? এছাড়াও আছে আরো অনেকরকম প্রশ্ন।

আমি নিরপেক্ষভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি। যদিও এই মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রচুর ক্লাসিফাইড তথ্য রয়েছে। তবু চেষ্টা করেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্ট ফাইল থেকে তথ্য সংগ্রহ করার মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরার জন্য।

আমার এই রিসার্চে উল্লেখ করা হয়েছে “08 CR 826” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম আফিয়া সিদ্দিকী মামলা এবং “14 CV 3437” আফিয়া সিদ্দিকী বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলার ডকুমেন্ট, শুনানির ট্রান্সক্রিপ্ট, বাদী ও বিবাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং কোর্ট অর্ডার।

ড. আফিয়ার সাক্ষ্য ও বক্তব্য এর আগে জনসম্মুখে লিখিত বা আলোচিত হয়নি। আফিয়ার বক্তব্য একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। তবে তা অন্য কোনো বই বা ডকুমেন্টারিতে উদ্ধৃত হয়নি। আমি এ অবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাই। চাই আফিয়ার কণ্ঠকে একটি প্ল্যাটফর্মে উপহার দিতে। এজন্যই সিদ্ধান্ত নিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পাশাপাশি ড. আফিয়ার বক্তব্যকে সমান গুরুত্ব দেয়ার।

আশা করি, এর ফলে আপনারা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং এই মামলা সম্পর্কিত তথ্যবহুল উপসংহারে পৌঁছাতে পারবেন।

দাউদ গজনভী
এপ্রিল ২০১৯

প্রথম অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড. আফিয়া সিদ্দিকীর শিক্ষাজীবন (১৯৯১-২০০২)

একজন মানুষের ব্যাপারে জানতে হলে তার জীবনের শুরু থেকে জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড. আফিয়া সিদ্দিকী, মার্কিন কারাগারে আটক থাকা এই নারীর মামলাকে ঘিরে জন্ম হয়েছে বিতর্ক ও রহস্যের। তাই তার ব্যাপারে আমাদের প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। এতে আপনারা বুঝতে পারবেন আইন তার সাথে কেমন আচরণ করেছে। বুঝতে পারবেন কেনো মানুষের মনে আফিয়াকে ঘিরে এত প্রশ্ন। আফিয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা আপনাদের যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আমেরিকায় আফিয়ার ছাত্রজীবন থেকে কোর্টে আফিয়ার সাক্ষ্য সবই এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আফিয়া সিদ্দিকীর জন্ম পাকিস্তানে। তার ছেলেবেলা কাটে জাম্বিয়ায়। আফ্রিকান দেশ জাম্বিয়ায় তার বাবা একজন ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করতেন। সেকেন্ড গ্রেড পর্যন্ত জাম্বিয়ায় জীবন কেটেছে আফিয়ার। তার মা ছিলেন সমাজকর্মী। তিনি All Pakistan Women's Association এর সাথে কাজ করেছেন। কোর্টে আফিয়া জানান, ১৭ বছর বয়সে তিনি পাকিস্তানের করাচীতে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করেন। তারপর তিনি আমেরিকা আসেন ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনে পড়াশোনার জন্য। ১৯৯১ সালে যেদিন তিনি হিউস্টনে আসেন সেদিন বেশ তুষারপাত হচ্ছিল। প্রথম বর্ষে সায়েন্সের ফিল্ডে, বিশেষ করে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে বেশ কয়েকটি কোর্স করেন আফিয়া।

আফিয়া কেমিস্ট্রিতে ছিলেন বেশ দুর্বল। একমাত্র সি গ্রেড তিনি পেয়েছেন কেমিস্ট্রিতেই। এতে তার সম্পূর্ণ সিজিপিএ'তেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। তিনি হিউস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে ট্রান্সফার হতে

চাচ্ছিলেন। তাই সেখানে কেমিস্ট্রি কোর্স নিয়েছিলেন। তার মনে হতো অন্য কোথাও সহজ লাগবে না এই কেমিস্ট্রি।

আফিয়ার মূল আগ্রহ ছিল সোশ্যাল সায়েন্সে। ট্র্যাডিশনাল সায়েন্সে নয়। কিন্তু পারিবারিক চাপে বিশেষ করে মায়ের কারণে তিনি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেন। মা চাইতেন তিনি ডাক্তার হবেন। কারণ আফিয়ার ভাই ও আফিয়া ছাড়া পরিবারের মোটামুটি সবাই ছিল ডাক্তার। হিউস্টনে থাকাকালীন তিনি বেশ কিছু আন্তর্জাতিক কম্পিটিশনে অংশ নেন। রচনা প্রতিযোগীতায় জাতীয় পুরস্কার পান তিনি। রচনার বিষয় ছিল, "How Intercultural Attitudes in America Helped Shaped a Multinational World".

এছাড়াও তিনি আরো বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় জয়লাভ করেছেন।

এক বছর হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে তিনি ক্যাম্ব্রিজের এমআইটি বা ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি'তে ট্রান্সফার হন তার আন্ডার গ্রাজুয়েট পড়াশোনা শেষ করার জন্য। সেখানে পাবলিক সার্ভিস সেন্টারের সাথে বেশ সক্রিয় ছিলেন আফিয়া। সেখান থেকে দুটি এওয়ার্ড পান তিনি।

শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন আফিয়া। ক্যাম্ব্রিজের এমএ'তে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র স্কুলে বাচ্চাদের সায়েন্স পড়াতেন। বাচ্চাদের জন্য তিনি এমআইটিসহ বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও তিনি স্কুলে সায়েন্স বিষয়ক কারিকুলাম তৈরীতেও সাহায্য করেছেন। কারণ নির্দিষ্ট কোনো কারিকুলাম ছিল না তাদের। আফিয়া তার অবসর সময় স্কুলেই কাটাতেন।

এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রামও তৈরী করেন আফিয়া। সেটা ছিল জনগণের জন্য উন্মুক্ত। এটি বেশ জনপ্রিয় হয় এবং মানুষজন এতে অংশ নিতে শুরু করে। শিক্ষাক্ষেত্রে তার ভূমিকার জন্য এমআইটি থেকে এওয়ার্ড পান আফিয়া। এছাড়া পাকিস্তানের নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে এমআইটি'র স্পন্সরশিপে তিনি রিসার্চ প্রজেক্টে কাজ করেছেন। এমআইটি থেকে মেজর সাবজেক্ট হিসেবে বায়োলজিতে তিনি গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। জেন্ডার ইস্যু, সোশ্যিওলজি ও এনথ্রোপলজিতে তার আগ্রহের কারণে বেশ কিছু সোশ্যাল সায়েন্স কোর্স করেন তিনি। মলিকিউলার বায়োলজি, নিউরন ও গতিবিজ্ঞানেও কোর্স করেছেন তিনি।

সোশ্যাল সায়েন্সের মোটামুটি সব কোর্সেই তিনি 'এ' পান। এমআইটি'তে থাকাকালে এক সেমিস্টার কাজ করেছেন নোবেল বিজয়ী নোয়াম চমস্কির সাথে। চমস্কি চাচ্ছিলেন আফিয়া তার কাজ যেন চালিয়ে যান। কিন্তু আফিয়া একাডেমিক চাপের কারণে পারেননি। আফিয়া হিউম্যান অরিজিন, ধর্ম ও সায়েন্সের পাশাপাশি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে এশিয়ান রিলিজিয়ন এবং এথিকস নিয়েও পড়াশোনা করেন। এমআইটি থেকে গ্রাজুয়েশনের পর ম্যাসাচুসেটস এর ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন তিনি, একইসাথে করেন মাস্টার্স। দুটোই ছিল কগনিটিভ নিউরোসায়েন্সের উপর। সাইকোলজি প্রফেসর ড. রবার্ট সেকুডা ছিলেন তার এডভাইজার। আফিয়ার কাছে তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ। আফিয়ার তার কথা এখনো মনে পড়ে বলে জানিয়েছিলেন। তার পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল 'কীভাবে বাচ্চারা অনুকরণ করে শিখে'।

তিনি জানান, তার হাইপোথিসিস ছিল বাচ্চারা অনুকরণ করে শিখে বনাম তাদেরকে বলে শিখাতে হয়। তার হাইপোথিসিস প্রমাণের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবে কম্পিউটার, ট্যাবলেট ও স্টাইলাস ব্যবহার করেন। বাচ্চারা সেখানে কম্পিউটার স্ক্রিনে বল ও ডিস্কের মুভমেন্ট দেখে একই কাজ অনুকরণ করবে। অর্থাৎ দেখে দেখে শিখা। তার উপসংহার ছিল বাচ্চাদেরকে দেখে শিখার পরিবেশ করে দিলে তারা পর্যবেক্ষণ করে দ্রুত শিখে ফেলবে। এমনকি যাদের শিখতে সমস্যা হয় তারাও। তার হাইপোথিসিস সঠিক প্রমাণিত হয়। ব্র্যান্ডিজ ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে আহমদ ও মারিয়াম নামে দুই সন্তানের জন্ম হয় তার। ডক্টরেট করার পর ২০০২ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য পাকিস্তান চলে যান। তারপর আবার আমেরিকা ফিরে আসেন। কিছুদিন একটি সেকেন্ডারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। তিনি জানান, dyslexic ও ডিজেবল বাচ্চারা যারা ভালো করে লিখতে ও পড়তে পারে না তাদেরকে সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন তিনি। আফিয়া তাদেরকে বুদ্ধিমান মনে করেন। বিশ্বাস করেন তারা শিখতে পারবে। তিনি এমন উপায় বের করতে চাচ্ছিলেন যাতে এই বাচ্চারা ভালো করে শিখতে পারে।

ড. আফিয়া তার নিজের একটি স্কুল খুলতে চাচ্ছিলেন তাদেরকে শেখানোর জন্য। তারপর আফিয়া আবার তার স্বামীর কাছে চলে যান পাকিস্তানে। সেখানে তাদের তৃতীয় সন্তান সুলাইমানের জন্ম হয়।

আদালতে আফিয়ার সাক্ষ্য থেকে বুঝা যায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী একজন নারী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। তিনি এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন যেখানে নারী-পুরুষের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার উপর জোর দেয়া হতো। এছাড়া আফিয়া নিজেই শিক্ষাকে সবার জন্য সহজ করতে চাচ্ছিলেন।

এরকম একজন নারী কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হলেন? বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে? তার সাথে যেসব আচরণ করা হয়েছে তা কী উচিত ছিল?

উপরের প্রশ্নসমূহ বা এর চেয়েও বেশি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত কোথায় নিখোঁজ ছিলেন ড. আফিয়া?

কোর্টের প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা

ড. আফিয়ার নিখোঁজ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে ট্রায়াল কোর্টে তার মামলা শুরু হয়। ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়া নিখোঁজ ছিলেন। কোর্ট এ ব্যাপারে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই অধ্যায়ে কোর্ট ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে তথ্য উল্লেখ করেছি যেন পাঠকের জন্য কোর্টের প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়।

বিচারক বারম্যান প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স অ্যাটর্নি উভয়কে জিজ্ঞেস করলেন তাদের কাছে ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত আফিয়ার নিখোঁজ থাকা বিষয়ক কোনো তথ্য আছে কি না। থাকলে তা কোর্টকে অবহিত করতে বলেন তিনি। এই বিষয়গুলো কোর্টের জানা প্রয়োজন ড. সিদ্দিকীর চিকিৎসা এবং আদালতে আফিয়া উপস্থিত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে মূল্যায়ন করার জন্য।

ড. আফিয়ার তিন সন্তানের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যও চেয়েছিলেন বারম্যান। প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি মিস্টার লাভিগন আদালতে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ড. আফিয়া আল-কায়েদার সদস্য বা অন্য কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য কি না তা নিয়ে সরকার বিতর্ক করবে না। ড. আফিয়া তালিবান সদস্য ছিলেন বা ওসামা বিন লাদেনের সাথে তার যোগসূত্র আছে কি না এ ব্যাপারেও তারা কোনো বিতর্ক উপস্থাপন করবেন না।

আরেকজন প্রসিকিউশন অ্যাটর্নি, মিস্টার রাসকিন ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়ার অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে আদালতকে কোনো পৃথক শুনানি না রাখার পরামর্শ দেন। তিনি রেকর্ডে উল্লেখ করেন যে, ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আফিয়ার সাথে কী ঘটেছে এ ব্যাপারে তারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা পত্র-পত্রিকা পড়েছেন এবং

বিভিন্ন তর্কবিতর্ক ও পরামর্শ শুনেছেন। কিন্তু ড. আফিয়াকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এবং নির্যাতন করা হয়েছে এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রমাণ পাননি।

মার্কিন সরকার তার বিভিন্ন এজেন্সির সাথে যত্ন সহকারে এ ব্যাপারে কাজ করেছে। কিন্তু তারা এমন একটা প্রমাণও খুঁজে পায়নি যাতে এই অভিযোগগুলো সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি জানান, তাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে আফিয়ার বড় ছেলেকে আফগানিস্তানে তার সাথেই আটক করা হয়। শিশুটি স্থানীয় আফগান পুলিশদের দ্বারা আটক হয়। স্থানীয় আফগান পুলিশ ও এফবিআই তার ইন্টারভিউ নেয়। ছেলেটি আফিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক অস্বীকার করে এবং নিজেকে এতিম বলে দাবি করে। তবে সে এটা জানায় যে, আফগানিস্তানে আফিয়ার সাথেই ছিল সে। এফবিআই এজেন্ট আলমোডোভার ড. আফিয়ার ইমিগ্রেশন ফাইল, আমেরিকায় তার আবাসস্থল এবং ছেলেটির ডিএনএ পরীক্ষায় মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে সে ড. আফিয়ারই ছেলে। ড. আফিয়া কখনোই ছেলেটিকে তার ছেলে বলে দাবি করেননি।

সরকারকে আফগান কর্তৃপক্ষের সাথে এই ছেলের জন্য একটি উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, ছেলেটি আফগান কারাগারে ছিল এক সময়। তবে সে কখনো মার্কিন হেফাজতে ছিল না।

মিস্টার রাসকিন আরো বলেন, ছেলেটি বর্তমানে পাকিস্তানে ড. আফিয়ার পরিবারের সাথে রয়েছে। সরকার সমস্ত ফাইল পর্যালোচনা করেছে। অন্য দুটি শিশু সম্পর্কে কোন তথ্য খুঁজে পায়নি। তাদেরকে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপহরণ করেনি।

মিস্টার রাসকিন এটাও বলেছেন, ড. আফিয়া নিজেই লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন এবং আম্মার আল বালুচি নামে একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। আম্মার আল বালুচি একজন আল-কায়েদা সদস্য। সে ৯/১১ হাইজ্যাকিং এবং সন্ত্রাসী হামলার সহযোগী ছিল।

তিনি বলেন, খালিদ শেখ মুহাম্মাদের সাথেও আফিয়ার যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানা গেছে। খালিদ শেখ মুহাম্মাদ, যিনি আল-কায়েদার সব অপারেশনের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন।

রাসকিন আরো বলেছিলেন, উজাইর পারাচা নামের এক ব্যক্তির একই কোর্টরুমে একটি মামলা চলছিল। আল-কায়েদার সাথে ম্যাটেরিয়াল সাপোর্ট

কন্সপিরেসিতে অংশ নেয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় উজাইর পারাচাকে। ড. আফিয়াকে সেই মামলায় একজন অন্যতম চক্রান্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়।

রাসকিন বলেছিলেন যে, আফিয়ার উপর এই ধরনের অভিযোগ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালেই। তারপর এ কারণেই তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। পাকিস্তানে একের পর এক গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে ২০০৩ সালের মার্চ, এপ্রিলের দিকে। ড. আফিয়া নিখোঁজ হওয়ার ঠিক পরপরই।

মিস্টার রাসকিন বলেছিলেন যে, পাকিস্তানের প্রেসে অভিযোগ রয়েছে ড. আফিয়াকে সেই সময়েই অপহরণ করা হয়। ধারণা করা হয় ড. আফিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। কারণ হঠাৎ করেই তার আশপাশের সবাইকে গ্রেফতার করা শুরু হয়। আর তাদের মধ্যে কমপক্ষে দুই বা তিনজনকে পাঠানো হয় গুয়ান্তানামোতে।

মিস্টার রাসকিন আদালতকে অবহিত করেন যে, ড. আফিয়া সেই বছরগুলোতে কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো শক্ত প্রমাণ নেই। তবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা এজেন্সিসমূহের কাছে অনেক প্রমাণ ক্লাসিফাইড থাকে। যদি আদালতের প্রয়োজন হয়, সেগুলো সংগ্রহের চেষ্টা করার একটি উপায় আছে।

ডিফেন্স অ্যাটর্নি মিস ফিংক কোর্টকে জানান, ড. আফিয়ার বড় ছেলের নাম আহমাদ। মাত্র ১২ বছর বয়স তার। সে সাইকিয়াট্রিক কেয়ারের অধীনে আছে। মানসিকভাবে বেশ বিপর্যস্ত হওয়ায় তাকে চিকিৎসাধীন রাখা হয়েছে। আহমাদ মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছে ড. আফিয়া তার কেউ নন। ভূমিকম্পে তার বাবা-মা মারা গিয়েছেন।

তিনি বলেন, ড. আফিয়ার দ্বিতীয় সন্তান মারিয়াম। সে আহমাদের মতোই আমেরিকান নাগরিক। মারিয়াম কোথায় আছে তা কেউই এখনো জানে না। অনেক বিদেশি মানবাধিকার সংস্থা এবং কর্মী আছেন যারা পাকিস্তানের ভিতরে এবং বাহিরে মারিয়ামের সন্ধান করছেন।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফিংক জানান, তার বিশ্বাস ২০০৩ সালের মার্চ মাসে ড. আফিয়া তার তিন সন্তানকে নিয়ে করাচী বিমানবন্দরে একটি ট্যাক্সি

ক্যাবে করে যাচ্ছিলেন। ড. আফিয়ার চাচাকে দেখতে তারা যাচ্ছিলেন ইসলামাবাদ। তখন তাদেরকে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়।

ফিংক জানান, ড. আফিয়াকে যখন ২০০৩ সালে অপহরণ করা হয় তখন সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স ছিল ছয় মাস। ছেলে শিশুটি বেঁচে আছে নাকি বন্দি অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ড. আফিয়া এসব তথ্য সম্পর্কে অবগত নন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে তার কেবল দুটি সন্তান জীবিত রয়েছে।

ফিংক ইসলামাবাদ হাই কোর্টের মামলা সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করেন। ২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত ড. আফিয়া এবং তার সন্তানরা কোথায় ছিল তারা সেটা খতিয়ে দেখছে। গাফফার নামে একজন পাকিস্তানি মানবাধিকার আইনজীবী এই মামলা দায়ের করেছেন এবং তিনি অত্র আদালতে কিছু তথ্যও প্রেরণ করেছেন।

ফিংকের দৃঢ়বিশ্বাস ড. আফিয়াকে অপহরণ করা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারছেন না ড. আফিয়া কখন আম্মার আল বালুচির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। আফিয়া ২০০২ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতে ছিলেন ও ব্র্যান্ডিজে তার পিএইচডি'র কাজ করছিলেন।

ফিংক বলেন, ড. আফিয়া উজাইর পারাচা মামলায় একজন কো-কন্সপিরেটর। ফিংক মনে করেন, ড. আফিয়ার স্বামী আমজাদ খান এই মামলার সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। এফবিআই এর তদন্তাধীনও ছিলেন আমজাদ। ড. আফিয়া শুধু আমজাদ খানকেই বিয়ে করেছিলেন। আমজাদ ছিলেন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট। পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় তাদের। ড. আফিয়া তাকে দেশের বাইরে আমেরিকায় পড়ার অনুমতি দেওয়া হবে সেই শর্তে এই বিয়েতে রাজি হন। তার পড়াশোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালিয়ে যান আফিয়া। এই দম্পতির ছিল তিনজন সন্তান। ২০০২ সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয় তাদের। তাদের বিয়ে কেনো টিকেনি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাবেন না জানান ফিংক। তবে এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল তাদের বাচ্চাদের কীভাবে শিক্ষিত করা উচিত সে সম্পর্কে। আমজাদ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাদের সন্তানদের মুসলিম শরীআহ অনুযায়ী শিক্ষিত করতে

চাইতেন তিনি। ড. আফিয়া চেয়েছিলেন তার সন্তানেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত হোক।

মিস ফিংক বলেছেন, ড. আফিয়ার পরিবার আমজাদের অবস্থান সম্পর্কে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। কিছুদিন আমজাদ লুকিয়ে ছিলেন এমন খবর শোনা যাচ্ছিল। আফিয়ার ছেলে আহমাদ আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছে। সে ড. আফিয়ার বোন ফাওজিয়া সিদ্দিকীর সাথে বসবাস করছে। ফাওজিয়া আহমাদ এবং তার তিন সন্তানের দেখভাল করছেন। ড. আফিয়ার মা মিসেস সিদ্দিকীও তাদের সাথে আছেন। ড. আফিয়ার পরিবার একটি শিক্ষিত পরিবার। তার বাবা ছিলেন একজন ডাক্তার। তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছিলেন। ফাওজিয়া এবং তাদের ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন।